একাদশ অধ্যায়

আদর্শ সমাজ—চাতুর্বর্ণ্য

এই অধ্যায়ে সাধারণভাবে মানুষের ধর্ম, যা আচরণ করে মানুষ বিশেষ করে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি লাভে আগ্রহী হয়ে সিদ্ধিলাভ করতে পারে, তা বর্ণিত হয়েছে।

প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র শ্রবণ করে যুধিষ্ঠির মহারাজ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে নারদ মুনির কাছে মানুষের প্রকৃত ধর্ম এবং মানব-সভ্যতার সর্বোচ্চ স্তরের বিকাশ স্বরূপ যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছা করেছিলেন। যুধিষ্ঠির মহারাজ নারদ মুনিকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করলে, নারদ মুনি তাঁর ব্যক্তিগত মন্তব্য না করে ভগবান নারায়ণের বাণীর উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন, কারণ তিনি হচ্ছেন ধর্মের চরম প্রণেতা (*ধর্মং তু সাক্ষাদ্ ভগবৎপ্রণীতম্*)। প্রতিটি মানুষের ত্রিশটি গুণ অর্জন করা কর্তব্য, যেমন—সত্য, দয়া এবং তপস্যা। ধর্মনীতি অনুশীলনের পন্থাকে বলা হয় সনাতন-ধর্ম বা নিত্য ধর্ম।

বর্ণাশ্রম ধর্ম ব্যবস্থা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারটি বর্ণে সমাজকে বিভক্ত করে। তাতে সংস্কারের বিধিও প্রবর্তিত হয়েছে। সমাজের উচ্চ বর্ণের মানুষদের, যাদের দ্বিজ বলা হয়, তাদের সন্তান উৎপাদনের জন্য গর্ভাধান সংস্কার পালন করতে হয়। যাঁরা গর্ভাধান আদি সংস্কার পালন করেন, তাঁদের বলা হয় দ্বিজ, কিন্তু যারা তা করে না, যারা বর্ণাশ্রম-ধর্মের নিয়ম থেকে ভ্রষ্ট, তাদের বলা হয় দ্বিজবন্ধু। ব্রাহ্মণদের মূল বৃত্তি হচ্ছে শ্রীবিগ্রহের পূজা করা, অন্যদের পূজা করার বিধি শিক্ষা দেওয়া, বেদ অধ্যয়ন করা, বৈদিক শাস্ত্রের শিক্ষাদান করা, অন্যদের থেকে দান গ্রহণ করা এবং অন্যদের দান প্রদান করা। এই ছয়টি বৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করাই ব্রাহ্মণের ধর্ম। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম প্রজাদের রক্ষা করা এবং তাদের কাছ থেকে কর গ্রহণ করা। কিন্তু ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে কর গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। সরকারের তাই কর্তব্য কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের সদস্যদের থেকে কর গ্রহণ না করা। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য সকলের কাছ থেকে ক্ষত্রিয়রা কর সংগ্রহ করতে পারেন। বৈশ্যদের ধর্ম কৃষি, গোরক্ষা আর বাণিজ্য। আর শূদ্রেরা, যারা

গুণগতভাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য হতে পারে না, তাদের কর্তব্য উচ্চ তিনটি বর্ণের সেবা করে সন্তুষ্ট থাকা। ব্রাহ্মণদের অন্যান্য বৃত্তির বর্ণনাও করা হয়েছে, যথা—শালীন, যাযাবর, শীল এবং উঞ্ছন। এই চারটি বৃত্তির মধ্যে পূর্ববর্তী অপেক্ষা পরবর্তী বৃত্তি শ্রেষ্ঠতর।

নিম্ন বর্ণের ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োজন না হলে উচ্চ বর্ণের ব্যক্তির বৃত্তি গ্রহণ করা উচিত নয়। আপৎকালে, ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য সকল বর্ণই অন্য বর্ণের বৃত্তি গ্রহণ করতে পারে। ঋত (*শিলোঞ্ছন*), অমৃত (*অযাচিত*), মৃত (*যাচ্ঞা*), প্রমৃত (*কর্ষণ*), এবং *সত্যানৃত* (*বাণিজ্য*)—এর যে কোন উপায়ে ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য সকলে জীবন ধারণ করতে পারে। ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বৈশ্য এবং শূদ্রের বৃত্তি গ্রহণ করাকে শ্ববৃত্তি অর্থাৎ কুকুরের মতো পশুবৃত্তি বলে মনে করা হয়।

নারদ মুনি তারপর বর্ণনা করেছেন যে, ব্রাহ্মণের লক্ষণ ইন্দ্রিয়-সংযম, ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ শৌর্য ও বীর্য, বৈশ্যের লক্ষণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সেবা এবং শূদ্রের লক্ষণ তিনটি উচ্চ বর্ণের সেবা। স্ত্রীর ধর্ম হচ্ছে অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে পতির সেবা করা। এইভাবে নারদ মুনি উচ্চ এবং নিম্ন বর্ণের লক্ষণ বর্ণনা করে নির্দেশ দিয়েছেন যে, সকলেই যেন তাদের কুল-পরম্পরা প্রাপ্ত বৃত্তি অনুসরণ করে। মানুষ সহসা তার স্বভাবজ বৃত্তি ত্যাগ করতে পারে না, এবং তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, মানুষ যেন ধীরে ধীরে নির্গুণতা প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের লক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং তাই সেই সমস্ত লক্ষণ অনুসারেই মানুষের বর্ণ নির্ধারিত হবে, জন্ম অনুসারে নয়। নারদ মুনি এবং অন্যান্য সমস্ত মহাজনেরা জন্ম অনুসারে বর্ণ নির্ধারণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ
শ্রুত্বেহিতং সাধুসভাসভাজিতং
মহত্তমাগ্রণ্য উরুক্রমাত্মনঃ ।
যুধিষ্ঠিরো দৈত্যপতের্মুদান্বিতঃ
পপ্রচ্ছ ভূয়স্তনয়ং স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **ঈহিতম্**—চরিত্র; **সাধু সভা-সভাজিতম্**—যা ব্রহ্মা, শিব আদি মহান ভক্তদের সভায় আলোচনা

করা হয়; **মহত্তম-অগ্রণ্যঃ**—শ্রেষ্ঠ মহাত্মা (যুধিষ্ঠির); **উরুক্রম-আত্মনঃ**—যাঁর (প্রহ্লাদ মহারাজের) মন সর্বদা উরুক্রম ভগবানের ভাবনায় মগ্ন থাকে; **যুধিষ্ঠিরঃ**—মহারাজ যুধিষ্ঠির; **দৈত্য-পতেঃ**—দৈত্যপতির; **মুদা-অন্বিতঃ**—প্রীত হয়ে; **পপ্রচ্ছ**—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **তনয়ম্**—পুত্রকে; **স্বয়ম্ভুবঃ**—ব্রহ্মার।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—ব্রহ্মা, শিব আদি মহাজনদের আদরণীয় প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র শ্রবণ করে, মহাত্মাদের অগ্রগণ্য যুধিষ্ঠির মহারাজ অত্যন্ত প্রীত হয়ে পুনরায় ব্রহ্মার পুত্র নারদ মুনিকে জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্লোক ২

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি নৃণাং ধর্মং সনাতনম্ ।
বর্ণাশ্রমাচারযুতং যৎ পুমান্ বিন্দতে পরম্ ॥ ২ ॥

শ্রী-যুধিষ্ঠিরঃ উবাচ—মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন; **ভগবন্**—হে প্রভু; **শ্রোতুম্**—শ্রবণ করতে; **ইচ্ছামি**—ইচ্ছা করি; **নৃণাম্**—মানব-সমাজের; **ধর্মম্**—ধর্ম; **সনাতনম্**—সকলের পক্ষে পালনীয় নিত্য ধর্ম; **বর্ণ-আশ্রম-আচার-যুতম্**—যা চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত; **যৎ**—যা থেকে; **পুমান্**—মানুষ; **বিন্দতে**—শান্তিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারে; **পরম্**—পরম জ্ঞান (যার দ্বারা ভগবদ্ভক্তি লাভ করা যায়)।

অনুবাদ

মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন—হে প্রভু, যে ধর্ম থেকে মানুষ জীবনের পরম লক্ষ্য ভগবদ্ভক্তি প্রাপ্ত হয়, আমি আপনার কাছে সেই ধর্মের কথা শুনতে চাই। মানুষের বৃত্তি অনুসারে মানব-সমাজকে সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায় যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম, সেই সম্বন্ধে আমি শুনতে চাই।

তাৎপর্য

সনাতন-ধর্মের অর্থ হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি। *সনাতন* শব্দটির অর্থ নিত্য, অর্থাৎ যা সমস্ত পরিস্থিতিতেই অপরিবর্তিত থাকে। আমরা ইতিপূর্বে অনেকবার জীবের নিত্যবৃত্তি

সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করেছি। প্রকৃতপক্ষে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তার বিশ্লেষণ করে বলেছেন, *জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'*। কেউ যদি তার সেই স্বরূপ থেকে ভ্রষ্টও হয়, তবুও সর্ব অবস্থাতেই সে ভগবানের সেবকই থাকে, কারণ সেটি তার নিত্য স্থিতি; তবে ভগবানের সেবা করার পরিবর্তে সে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার দাসত্ব করে। তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন অনর্থক মায়ার দাসত্ব করার পরিবর্তে ভগবানের সেবা করার শিক্ষা মানব-সমাজকে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আমরা দেখতে পাই যে, প্রতিটি মানুষ, পশু, পক্ষী—প্রতিটি জীবই কারও না কারও সেবায় যুক্ত। দেহের পরিবর্তন হলেও অথবা ধর্মের পরিবর্তন হলেও প্রতিটি জীব সর্বদাই কারও না কারও সেবায় যুক্ত থাকে। তাই এই সেবা করার বৃত্তিকে বলা হয় সনাতন-ধর্ম। এই নিত্য ধর্মটি বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার মাধ্যমে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারটি বর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, এই চারটি আশ্রমের ভিত্তিতে সংগঠিত করা যায়। তাই যুধিষ্ঠির মহারাজ মানব-সমাজের মঙ্গলের জন্য নারদ মুনির কাছে সনাতন-ধর্মের তত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছেন।

শ্লোক ৩

ভবান্ প্রজাপতেঃ সাক্ষাদাত্মজঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।
সুতানাং সম্মতো ব্রহ্মংস্তপোযোগসমাধিভিঃ ॥ ৩ ॥

ভবান্—আপনি; **প্রজাপতেঃ**—প্রজাপতি ব্রহ্মার; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **আত্ম-জঃ**—পুত্র; **পরমেষ্ঠিনঃ**—এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি (ব্রহ্মা); **সুতানাম্**—সমস্ত পুত্রদের মধ্যে; **সম্মতঃ**—শ্রেষ্ঠরূপে স্বীকৃত; **ব্রহ্মন্**—হে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ; **তপঃ**—তপস্যার দ্বারা; **যোগ**—যোগের দ্বারা; **সমাধিভিঃ**—এবং সমাধির দ্বারা (সর্বতোভাবে আপনি শ্রেষ্ঠ)।

অনুবাদ

হে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, আপনি প্রজাপতি ব্রহ্মার সাক্ষাৎ পুত্র। আপনার তপস্যা, যোগ এবং সমাধির প্রভাবে পরমেষ্ঠি ব্রহ্মার সমস্ত পুত্রদের মধ্যে আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

শ্লোক ৪

নারায়ণপরা বিপ্রা ধর্মং গুহ্যং পরং বিদুঃ ।
করুণাঃ সাধবঃ শান্তাস্ত্বদ্বিধা ন তথাপরে ॥ ৪ ॥

নারায়ণ-পরাঃ—যারা সর্বদাই পরমেশ্বর নারায়ণের ভক্ত; **বিপ্রাঃ**—শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ; **ধর্মম্**—ধর্ম; **গুহ্যম্**—অতি গুহ্য; **পরম্**—পরম; **বিদুঃ**—জানেন; **করুণাঃ**—এই ধরনের ব্যক্তিরা (ভগবানের ভক্ত হওয়ার ফলে) অত্যন্ত দয়ালু; **সাধবঃ**—যাঁদের আচরণ অত্যন্ত উন্নত; **শান্তাঃ**—শান্ত; **ত্বৎ-বিধাঃ**—আপনার মতো; **ন**—না; **তথা**—এইভাবে; **অপরে**—অন্যেরা (ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত অন্যান্য পন্থার অনুগামীগণ)।

অনুবাদ

আপনার মতো শান্ত এবং দয়ালু আর কেউ নেই, এবং কিভাবে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে হয় এবং কিভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হতে হয়, সেই সম্বন্ধে আপনার থেকে ভালভাবে আর কেউই জানেন না। তাই, আপনি ধর্মের সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব অবগত আছেন, এবং তা আপনার থেকে ভালভাবে আর কেউ জানেন না।

তাৎপর্য

যুধিষ্ঠির মহারাজ জানতেন যে, নারদ মুনি হচ্ছেন মানব-সমাজের পরম গুরু, যিনি ভগবানকে জানার পারমার্থিক মুক্তির পন্থা শিক্ষা দিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, সেই উদ্দেশ্যেই নারদ মুনি তাঁর *ভক্তিসূত্র* প্রণয়ন করেছেন এবং *নারদ-পঞ্চরাত্রে* নির্দেশ দিয়েছেন। ধর্মতত্ত্ব এবং সিদ্ধি সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করতে হলে নারদ মুনির পরম্পরায় উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সরাসরিভাবে ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। নারদ মুনি ব্রহ্মার কাছ থেকে উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এবং সেই জ্ঞান তিনি ব্যাসদেবকে প্রদান করেছিলেন। ব্যাসদেব সেই জ্ঞান তাঁর পুত্র *শ্রীমদ্ভাগবতের* বক্তা শুকদেব গোস্বামীকে দান করেছিলেন। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং *ভগবদ্গীতার* ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। যেহেতু *শ্রীমদ্ভাগবতের* বক্তা হচ্ছেন শুকদেব গোস্বামী এবং *ভগবদ্গীতার* বক্তা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, তাই তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আমরা যদি নিষ্ঠা সহকারে পরম্পরার সিদ্ধান্ত অনুসরণ করি, তা হলে আমরা নিশ্চিতভাবে মুক্তির পথে অগ্রসর হব অথবা ভগবানের নিত্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হব।

শ্লোক ৫

শ্রীনারদ উবাচ

নত্বা ভগবতেঽজায় লোকানাং ধর্মসেতবে ।
বক্ষ্যে সনাতনং ধর্মং নারায়ণমুখাচ্ছ্রুতম্ ॥ ৫ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি বললেন; **নত্বা**—আমার প্রণতি নিবেদন করি; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **অজায়**—অজ; **লোকানাম্**—সমগ্র জগৎ জুড়ে; **ধর্ম-সেতবে**—যিনি ধর্মকে রক্ষা করেন; **বক্ষ্যে**—আমি বর্ণনা করব; **সনাতনম্**—নিত্য; **ধর্মম্**—ধর্ম; **নারায়ণ-মুখাৎ**—নারায়ণের শ্রীমুখ থেকে; **শ্রুতম্**—যা আমি শ্রবণ করেছি।

অনুবাদ

শ্রীনারদ মুনি বললেন—সর্বপ্রথমে আমি সমস্ত জীবের ধর্মরক্ষক ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণতি নিবেদন করে, নারায়ণের মুখ থেকে শ্রুত সনাতন ধর্ম বিশ্লেষণ করছি।

তাৎপর্য

অজ শব্দটি শ্রীকৃষ্ণকে ইঙ্গিত করে, যিনি *ভগবদ্গীতায়* (৪/৬) বলেছেন, *অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা*—"আমি নিত্য বিরাজমান, এবং তাই আমি কখনও জন্মগ্রহণ করি না। আমার অস্তিত্বের কখনও কোন পরিবর্তন হয় না।"

শ্লোক ৬

যোঽবতীর্যাত্মনোঽংশেন দাক্ষায়ণ্যাং তু ধর্মতঃ ।
লোকানাং স্বস্তয়েঽধ্যাস্তে তপো বদরিকাশ্রমে ॥ ৬ ॥

যঃ—যিনি (ভগবান নারায়ণ); **অবতীর্য**—অবতীর্ণ হয়ে; **আত্মনঃ**—নিজের; **অংশেন**—অংশ (নর) সহ; **দাক্ষায়ণ্যাম্**—মহারাজ দক্ষের কন্যা দাক্ষায়ণীর গর্ভে; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **ধর্মতঃ**—ধর্মরাজ থেকে; **লোকানাম্**—সমস্ত প্রাণীদের; **স্বস্তয়ে**—মঙ্গলের জন্য; **অধ্যাস্তে**—সম্পাদন করেন; **তপঃ**—তপস্যা; **বদরিকাশ্রমে**—বদরিকাশ্রম নামক স্থানে।

অনুবাদ

ভগবান নারায়ণ তাঁর অংশ নর সহ ধর্মের ঔরসে দক্ষের কন্যা মূর্তির গর্ভে সমস্ত জীবের মঙ্গলের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। এখনও তিনি জীবের মঙ্গলের জন্য বদরিকাশ্রমে তপস্যা করছেন।

শ্লোক ৭

ধর্মমূলং হি ভগবান্ সর্ববেদময়ো হরিঃ ।
স্মৃতং চ তদ্বিদাং রাজন্ যেন চাত্মা প্রসীদতি ॥ ৭ ॥

ধর্ম-মূলম্—ধর্মের মূল; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ভগবান্**—ভগবান; **সর্ব-বেদ-ময়ঃ**—সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারাতিসার; **হরিঃ**—ভগবান; **স্মৃতম্ চ**—এবং শাস্ত্র; **তৎ-বিদাম্**—যাঁরা ভগবানকে জানেন; **রাজন্**—হে রাজন্; **যেন**—যার দ্বারা (ধর্মতত্ত্ব); **চ**—ও; **আত্মা**—আত্মা, মন, দেহ এবং সব কিছু; **প্রসীদতি**—সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হয়।

অনুবাদ

সর্ববেদময় ভগবান শ্রীহরিই ধর্মের মূল এবং বেদবেত্তা মহাত্মাদের স্মৃতি। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, এই ধর্মই প্রমাণস্বরূপ। এই ধর্মের ভিত্তিতেই মন, আত্মা, দেহ ইত্যাদি সব কিছুই প্রসন্ন হয়।

তাৎপর্য

যমরাজ বলেছেন, *ধর্মং তু সাক্ষাদ্ ভগবৎপ্রণীতম্*। যমরাজ হচ্ছেন ভগবানের প্রতিনিধি, যিনি জীবের মৃত্যুর পর স্থির করেন কখন এবং কিভাবে জীব তার পরবর্তী দেহ প্রাপ্ত হবে। তিনি হচ্ছেন মহাজন, এবং তিনি বলেছেন যে, ধর্ম হচ্ছে ভগবানের দেওয়া আইন। কেউই ধর্ম তৈরি করতে পারে না, এবং তাই মানুষের তৈরি ধর্ম বেদের অনুগামীরা বর্জন করেন। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) বলা হয়েছে, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*—বৈদিক জ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা। তাই বেদ, শাস্ত্র, ধর্ম অথবা কর্তব্য কর্ম সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয়, তা সবেরই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করা। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/৬) তাই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

অর্থাৎ, ধর্মের লক্ষ্য হচ্ছে ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবার শিক্ষা লাভ করা। সেই সেবা অহৈতুকী এবং জড়-জাগতিক অবস্থার দ্বারা অপ্রতিহতা হওয়া উচিত। তা হলে মানব-সমাজ সর্বতোভাবে সুখী হবে।

বৈদিক সিদ্ধান্তের অনুগামী *স্মৃতি* শাস্ত্রকে বৈদিক প্রমাণ বলে বিবেচনা করা হয়। ধর্মতত্ত্ব অনুসরণ করার কুড়িটি *স্মৃতি* রয়েছে, এবং তাদের মধ্যে *মনুস্মৃতি*

এবং *যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি* সর্বমান্য। *যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতিতে* বলা হয়েছে—

শ্রুতিস্মৃতিসদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ ।
সম্যক্ সঙ্কল্পজঃ কামো ধর্মমূলমিদং স্মৃতম্ ॥

শ্রুতি অর্থাৎ *বেদ* এবং *স্মৃতি* থেকে মনুষ্যোচিত আচরণ শিক্ষা লাভ করা মানুষের কর্তব্য। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে বলেছেন—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা ।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥

অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্ত হতে হলে *শ্রুতি* এবং *স্মৃতির* নিয়মগুলি পালন করা অবশ্য কর্তব্য। *পুরাণের* নির্দেশ এবং *পঞ্চরাত্রিকী-বিধি* অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য। *শ্রুতি* ও *স্মৃতি* অনুসরণ না করে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত হওয়া যায় না, এবং ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত *শ্রুতি* ও *স্মৃতি* সিদ্ধি প্রদান করতে পারে না।

তাই, সমস্ত প্রমাণ থেকে এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত ধর্মতত্ত্ব সম্ভব নয়। ভগবান হচ্ছেন ধর্ম অনুষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু। বর্তমান সময়ে সারা পৃথিবীতে ধর্মের নামে যা কিছু হচ্ছে তা সবই ভক্তিবিহীন, তাই সেগুলি *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্জিত হয়েছে। ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত তথাকথিত ধর্ম কেবল প্রতারণা মাত্র।

শ্লোক ৮-১২

সত্যং দয়া তপঃ শৌচং তিতিক্ষেক্ষা শমো দমঃ ।
অহিংসা ব্রহ্মচর্যং চ ত্যাগঃ স্বাধ্যায় আর্জবম্ ॥ ৮ ॥
সন্তোষঃ সমদৃক্ সেবা গ্রাম্যেহোপরমঃ শনৈঃ ।
নৃণাং বিপর্যয়েহেক্ষা মৌনমাত্মবিমর্শনম্ ॥ ৯ ॥
অন্নাদ্যাদেঃ সংবিভাগো ভূতেভ্যশ্চ যথার্হতঃ ।
তেষ্বাত্মদেবতাবুদ্ধিঃ সুতরাং নৃষু পাণ্ডব ॥ ১০ ॥
শ্রবণং কীর্তনং চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ ।
সেবেজ্যাবনতির্দাস্যং সখ্যমাত্মসমর্পণম্ ॥ ১১ ॥
নৃণাময়ং পরো ধর্মঃ সর্বেষাং সমুদাহৃতঃ ।
ত্রিংশল্লক্ষণবান্ রাজন্ সর্বাত্মা যেন তুষ্যতি ॥ ১২ ॥

সত্যম্—বিকৃত না করে এবং অর্থের পরিবর্তন না করে যথার্থ সত্যভাষণ; **দয়া**—দুঃখিত ব্যক্তিদের প্রতি সহানুভূতি; **তপঃ**—তপস্যা (যেমন মাসে দুই দিন একাদশী-ব্রত পালন করা); **শৌচম্**—শুচিতা (সকালে এবং সন্ধ্যায়, দিনে অন্তত দুবার স্নান করা, এবং ভগবানের নাম স্মরণ ও কীর্তন করা); **তিতিক্ষা**—সহনশীলতা (ঋতুর পরিবর্তন অথবা অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে অবিচলিত থাকা); **ঈক্ষা**—সৎ এবং অসতের পার্থক্য নিরূপণ করা; **শমঃ**—মনঃসংযম (মনকে খেয়ালখুশি মতো আচরণ করতে না দেওয়া); **দমঃ**—ইন্দ্রিয়-সংযম (ইন্দ্রিয়গুলিকে অসংযতভাবে আচরণ করতে না দেওয়া); **অহিংসা**—অহিংসা (কোন জীবকে ত্রিতাপ দুঃখ না দেওয়া); **ব্রহ্মচর্যম্**—বীর্যপাত নিষেধ (বিবাহিত স্ত্রী ব্যতীত অন্য স্ত্রীসম্ভোগ না করা এবং নিষিদ্ধ সময়ে, যথা রজঃস্বলা অবস্থায়, নিজের স্ত্রীকেও সম্ভোগ না করা); **চ**—এবং; **ত্যাগঃ**—নিজের আয়ের অন্তত শতকরা পঞ্চাশ ভাগ দান করা; **স্বাধ্যায়ঃ**—*ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত* (অথবা, যারা বৈদিক সংস্কৃতির অনুগামী নয়, তাদের বাইবেল অথবা কোরাণ) আদি গ্রন্থ নিয়মিতভাবে পাঠ করা; **আর্জবম্**—সরলতা (নিষ্কপটতা); **সন্তোষঃ**—কঠিন প্রয়াস ব্যতীত অনায়াসে যা লাভ হয় তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা; **সমদৃক্-সেবা**—সেই সাধুদের সেবা করা, যাঁরা সমস্ত জীবের প্রতি সমদর্শী (*পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ*); **গ্রাম্য-ঈহা-উপরমঃ**—তথাকথিত জনহিতকর কার্যে অংশ গ্রহণ না করা; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে; **নৃণাম্**—মানব-সমাজে; **বিপর্যয়-ঈহা**—অনাবশ্যক কার্য; **ঈক্ষা**—বিচার-বিবেচনা; **মৌনম্**—গম্ভীর এবং মৌন হওয়া; **আত্ম**—আত্মায়; **বিমর্শনম্**—(মানুষ তার স্বরূপে দেহ না আত্মা সেই সম্বন্ধে) গবেষণা; **অন্ন-আদ্য-আদেঃ**—অন্ন, পানীয় ইত্যাদির; **সংবিভাগঃ**—সমানভাবে বিতরণ; **ভূতেভ্যঃ**—বিভিন্ন জীবদের; **চ**—ও; **যথা-অর্হতঃ**—উপযুক্ত; **তেষু**—সমস্ত জীবে; **আত্ম-দেবতা-বুদ্ধিঃ**—আত্মা অথবা দেবতা বলে মনে করা; **সুতরাম্**—প্রারম্ভিকরূপে; **নৃষু**—সমস্ত মানুষদের মধ্যে; **পাণ্ডব**—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির; **শ্রবণম্**—শ্রবণ; **কীর্তনম্**—কীর্তন; **চ**—ও; **অস্য**—তাঁর (ভগবানের); **স্মরণম্**—স্মরণ (তাঁর বাণী এবং কার্যকলাপ); **মহতাম্**—মহাপুরুষদের; **গতেঃ**—যিনি আশ্রয়স্বরূপ; **সেবা**—সেবা; **ইজ্যা**—পূজা; **অবনতিঃ**—প্রণতি নিবেদন করা; **দাস্যম্**—সেবা গ্রহণ; **সখ্যম্**—বন্ধু বলে মনে করা; **আত্ম-সমর্পণম্**—নিজেকে সর্বতোভাবে নিবেদন করা; **নৃণাম্**—সমস্ত মানুষদের; **অয়ম্**—এই; **পরঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **সর্বেষাম্**—সকলের; **সমুদাহৃতঃ**—পূর্ণরূপে বর্ণিত; **ত্রিংশৎ-লক্ষণ-বান্**—ত্রিশটি লক্ষণ সমন্বিত; **রাজন্**—হে রাজন্; **সর্ব-আত্মা**—সকলের পরমাত্মা; **যেন**—যার দ্বারা; **তুষ্যতি**—সন্তুষ্ট হন।

অনুবাদ

সমস্ত মানুষেরই যে সাধারণ নীতিগুলি মেনে চলা উচিত সেগুলি হচ্ছে—সত্য, দয়া, তপস্যা (একাদশী প্রভৃতি তিথিতে উপবাস), শৌচ (দিনে অন্তত দুবার স্নান), সহনশীলতা, ভাল-মন্দের বিচার, মনঃসংযম, ইন্দ্রিয়-সংযম, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, দান, শাস্ত্র অধ্যয়ন, সরলতা, সন্তোষ, সাধুসেবা, অনাবশ্যক কার্য থেকে ধীরে ধীরে অবসর গ্রহণ, মানব-সমাজের অনাবশ্যক কার্যকলাপের নিরর্থকতা দর্শন, মৌন এবং গম্ভীর হয়ে বৃথা আলাপ পরিত্যাগ, জীব তার স্বরূপে দেহ না আত্মা তার বিচার, সমস্ত জীবকে (মানুষ এবং পশু উভয়কে) সমভাবে খাদ্য বিতরণ, প্রতিটি আত্মাকে (বিশেষ করে মনুষ্যরূপে) ভগবানের অংশরূপে দর্শন, (সাধুদের আশ্রয়) পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপ এবং উপদেশ শ্রবণ, এই সমস্ত কার্যকলাপ এবং উপদেশের মহিমা কীর্তন, সর্বদা এই সমস্ত কার্যকলাপ এবং উপদেশের কথা স্মরণ, ভগবানের সেবা করার চেষ্টা, ভগবানের পূজা, ভগবানকে প্রণতি নিবেদন, ভগবানের দাস হওয়া, ভগবানের সখা হওয়া, এবং সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হওয়া। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, এই ত্রিশটি গুণ অর্জন করা মানুষের অবশ্য কর্তব্য। কেবল এই গুণগুলি অর্জন করার ফলেই পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা যায়।

তাৎপর্য

পশুদের থেকে মানুষের পার্থক্য নিরূপণ করার জন্য নারদ মুনি উপদেশ দিয়েছেন যে, প্রতিটি মানুষ যেন উপরোক্ত ত্রিশটি গুণের শিক্ষা প্রাপ্ত হন। বর্তমান সময়ে সারা পৃথিবী জুড়ে সর্বত্র ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র, অর্থাৎ কেবলমাত্র জাগতিক কার্যকলাপে আগ্রহী রাষ্ট্রের বহুল প্রচার হচ্ছে। কিন্তু রাষ্ট্রের নাগরিকদের যদি উপরোক্ত সদ্‌গুণগুলির শিক্ষা না দেওয়া হয়, তা হলে তারা সুখী হবে কি করে? দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, সমস্ত জনগণ যদি মিথ্যাভাষী হয়, তা হলে রাষ্ট্রের নাগরিকেরা সুখী হবে কি করে? তাই হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ আদি ধর্ম নির্বিশেষে সকলকেই সত্যবাদী হওয়ার শিক্ষা দেওয়া উচিত। তেমনই, দয়ালু হওয়ার শিক্ষা দেওয়া উচিত, এবং সকলকেই মাসের কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে উপবাস করা উচিত। প্রত্যেকেরই দিনে দু'বার স্নান করা উচিত। বাহ্যিকভাবে দাঁত এবং দেহ পরিষ্কার করা উচিত, এবং ভগবানের দিব্য নাম স্মরণ করে আভ্যন্তরীণভাবে মনকে পবিত্র রাখা উচিত। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান নির্বিশেষে সকলেরই ভগবান এক। তাই, ভাষা এবং উচ্চারণের পার্থক্য নির্বিশেষে সকলেরই ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা উচিত। অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত যাতে অনর্থক বীর্যক্ষয় না হয়। সমস্ত

মানুষদের জন্যই এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনর্থক বীর্যক্ষয় না হলে মানুষের স্মৃতিশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, শারীরিক শক্তি অত্যন্ত প্রবল হয়। প্রতিটি মানুষেরই চিন্তা এবং অনুভূতি সরল রাখার এবং দেহ ও মনে সন্তুষ্ট থাকার শিক্ষা দেওয়া উচিত। এগুলি মানুষের সাধারণ গুণ। ধর্ম-নিরপেক্ষ অথবা ধার্মিক রাজ্যের কোন প্রশ্ন ওঠে না। মানুষ যদি উপরোক্ত এই ত্রিশটি গুণের শিক্ষা লাভ না করে, তা হলে মানব-সমাজে শান্তি থাকতে পারে না। চরমে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

শ্রবণং কীর্তনং চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ ।
সেবেজ্যাবনতির্দাস্যং সখ্যম্ আত্মসমর্পণম্ ॥

সকলেরই কর্তব্য ভগবানের ভক্ত হওয়া, কারণ ভগবানের ভক্ত হলে আপনা থেকেই অন্য সব কটি গুণ অর্জন করা যায়।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥

"যিনি ভগবান বাসুদেবের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেছেন, তাঁর শরীরে সমস্ত দেবতা এবং তাঁদের ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ইত্যাদি সমস্ত সদ্‌গুণ বিরাজ করে। পক্ষান্তরে, যারা ভক্তিবিহীন এবং জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত, তাদের মধ্যে কোন সদ্‌গুণ নেই। তারা যোগ অভ্যাসে পারদর্শী হতে পারে অথবা সদ্‌ভাবে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের ভরণ-পোষণ করতে পারে, কিন্তু তারা অবশ্যই মনোধর্মের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত হয় এবং মায়ার দাসত্ব করে। তাদের মধ্যে মহৎ গুণের সম্ভাবনা কোথায়?" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/১৮/১২) তাই আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সকলকেই আহ্বান করে। মানব-সমাজের কর্তব্য সারা পৃথিবীর শান্তির জন্য এই আন্দোলনটিকে অত্যন্ত ঐকান্তিকতা সহকারে গ্রহণ করা এবং এর নীতিগুলি অনুশীলন করা।

শ্লোক ১৩

সংস্কারা যত্রাবিচ্ছিন্নাঃ স দ্বিজোঽজো জগাদ যম্ ।
ইজ্যাধ্যয়নদানানি বিহিতানি দ্বিজন্মনাম্ ।
জন্মকর্মাবদাতানাং ক্রিয়াশ্চাশ্রমচোদিতাঃ ॥ ১৩ ॥

সংস্কারা—সংস্কার বা শুদ্ধ হওয়ার বিধি; **যত্র**—যেখানে; **অবিচ্ছিন্নাঃ**—অব্যাহত; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **দ্বিজঃ**—দ্বিজ; **অজঃ**—ব্রহ্মা; **জগাদ**—অনুমোদন করেছেন; **যম্**—যিনি; **ইজ্যা**—পূজা; **অধ্যয়ন**—বেদ অধ্যয়ন; **দানানি**—এবং দান; **বিহিতানি**—বিহিত হয়েছে; **দ্বি-জন্মানাম্**—যাঁদের দ্বিজ বলা হয় তাঁদের; **জন্ম**—জন্ম অনুসারে; **কর্ম**—এবং কর্ম; **অবদাতানাম্**—পবিত্র; **ক্রিয়াঃ**—কার্যকলাপ; **চ**—ও; **আশ্রম-চোদিতাঃ**—চতুরাশ্রমের জন্য উপদিষ্ট হয়েছে।

অনুবাদ

যাঁরা অবিচ্ছিন্নরূপে বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা সম্পাদিত গর্ভাধান এবং অন্যান্য সংস্কারের দ্বারা শুদ্ধ হয়েছেন, এবং ব্রহ্মা যাঁদের অনুমোদন করেছেন, তাঁরা দ্বিজ। এই প্রকার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, যাঁরা তাঁদের কুল-পরম্পরা এবং আচরণের দ্বারা শুদ্ধ হয়েছেন, তাঁদের কর্তব্য ভগবানের পূজা করা, বেদ অধ্যয়ন করা, এবং দান করা। এই পদ্ধতিতে তাঁদের চতুরাশ্রমের (ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস) নিয়ম পালন করা কর্তব্য।

তাৎপর্য

মানুষের আচরণীয় ত্রিশটি গুণের সাধারণ তালিকা প্রদান করার পর নারদ মুনি এখন চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমের বিধি বর্ণনা করছেন। উপরোক্ত ত্রিশটি গুণ অর্জনের শিক্ষা লাভ করা মানুষের অবশ্য কর্তব্য; তা না হলে সে মনুষ্য পদবাচ্য নয়। তারপর, এই প্রকার উপযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বর্ণাশ্রম পদ্ধতি প্রচলন করা উচিত। বর্ণাশ্রম পদ্ধতিতে প্রথম সংস্কার হচ্ছে গর্ভাধান যা মৈথুনের সময় সুসন্তান উৎপাদনের জন্য মন্ত্রের দ্বারা সম্পাদিত হয়। যে মানুষ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য যৌন জীবনে লিপ্ত না হয়ে, কেবল সংস্কার অনুসারে সন্তান উৎপাদনের জন্য স্ত্রীসঙ্গ করেন, তিনিও ব্রহ্মচারী। বৈদিক নিয়ম লঙ্ঘন করে ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য বীর্যক্ষয় করা উচিত নয়। মানুষ যখন উপরোক্ত ত্রিশটি গুণে শিক্ষিত হন, তখনই কেবল তাঁর পক্ষে মৈথুন থেকে বিরত হওয়া সম্ভব; তা না হলে কখনই তা সম্ভব নয়। এমন কি দ্বিজ পরিবারে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও যদি এই সংস্কারগুলি পালন করা না হয়, তা হলে তাকে বলা হয় দ্বিজবন্ধু। এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য হচ্ছে সৎ-নাগরিক সৃষ্টি করা। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্ত্রীলোকেরা যখন কলুষিত হয়ে যায়, তখন বর্ণসঙ্কর হয়, এবং অধিকাংশ মানুষই যখন বর্ণসঙ্কর হয়, তখন সারা পৃথিবী জুড়ে এক নারকীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। তাই সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণসঙ্কর উৎপাদনের সম্বন্ধে কঠোরভাবে সাবধান বাণী প্রদান করা হয়েছে।

যখন বর্ণসঙ্কর হয়, তখন শান্তি এবং সমৃদ্ধির জন্য জনসাধারণকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। যত বড় বড় বিধানসভা, রাজ্যসভা, সংসদ এবং অন্যান্য সংস্থা তৈরি করা হোক না কেন, তাতে কোন কাজ হয় না।

শ্লোক ১৪

বিপ্রস্যাধ্যয়নাদীনি ষড়ন্যস্যাপ্রতিগ্রহঃ ।
রাজ্ঞো বৃত্তিঃ প্রজাগোপ্তুরবিপ্রাদ্ বা করাদিভিঃ ॥ ১৪ ॥

বিপ্রস্য—ব্রাহ্মণের; **অধ্যয়ন-আদীনি**—বেদ অধ্যয়ন ইত্যাদি; **ষট্**—ছয়টি (বেদ অধ্যয়ন, বেদ অধ্যাপনা, শ্রীবিগ্রহের পূজা, অন্যদের পূজা করতে শিক্ষা দেওয়া, দান গ্রহণ এবং দান প্রদান); **অন্যস্য**—ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যদের (ক্ষত্রিয়দের); **অপ্রতিগ্রহঃ**—অন্যদের কাছ থেকে দান গ্রহণ না করে (ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণের অন্য পাঁচটি বৃত্তি সম্পাদন করতে পারেন); **রাজ্ঞঃ**—ক্ষত্রিয়দের; **বৃত্তিঃ**—জীবিকা নির্বাহের উপায়; **প্রজা-গোপ্তুঃ**—প্রজাপালক; **অবিপ্রাৎ**—যাঁরা ব্রাহ্মণ নন তাঁদের কাছ থেকে; **বা**—অথবা; **কর-আদিভিঃ**—কর, শুল্ক, দণ্ড ইত্যাদি আদায় করা।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন আদি ছয়টি কর্ম। ক্ষত্রিয় দান গ্রহণ ব্যতীত অন্য পাঁচটি কর্ম অনুষ্ঠান করতে পারেন। রাজা অথবা ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণদের উপর কর ধার্য করতে পারেন না। কিন্তু তাঁরা প্রজাদের উপর ন্যূনতম কর, শুল্ক, দণ্ড ধার্য করে তাঁদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের স্থিতি বর্ণনা করে বলেছেন—ব্রাহ্মণের ছয়টি কর্মের মধ্যে তিনটি অপরিহার্য—যথা, বেদ অধ্যয়ন, শ্রীবিগ্রহের পূজা এবং দান গ্রহণ। অধ্যাপনা, অন্যদের পূজা করতে অনুপ্রাণিত করা এবং দান গ্রহণের মাধ্যমে ব্রাহ্মণেরা জীবিকা নির্বাহ করেন। সেই কথা *মনুসংহিতাতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে—

ষণ্ণাং তু কর্মণামস্য ত্রীণি কর্মাণি জীবিকা ।
যজনাধ্যাপনে চৈব বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ ॥

ব্রাহ্মণের ছয়টি কর্মের মধ্যে তিনটি বাধ্যতামূলক—যথা, শ্রীবিগ্রহের পূজা, বেদ

অধ্যয়ন এবং দান। তার বিনিময়ে ব্রাহ্মণেরা দান গ্রহণ করেন এবং সেটিই তাঁদের জীবিকা নির্বাহের উপায় হওয়া উচিত। ব্রাহ্মণ জীবিকা নির্বাহের জন্য কোন বৃত্তি গ্রহণ করতে পারেন না। শাস্ত্রে বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে, কেউ যদি নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে দাবি করেন, তা হলে তিনি অন্য কারও সেবায় যুক্ত হতে পারেন না; অন্যথায় তিনি তৎক্ষণাৎ শূদ্রে পরিণত হবেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামী অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভূত ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু যেহেতু তাঁরা নবাব হুসেন শাহের রাজকার্যে যুক্ত হয়েছিলেন—তাও একজন সাধারণ কেরানিরূপে নয়, মন্ত্রীরূপে—তবুও তাঁরা ব্রাহ্মণ-সমাজ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। বস্তুতপক্ষে, তাঁরা মুসলমানদের মতো হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁদের নাম পর্যন্ত পরিবর্তন করেছিলেন। ব্রাহ্মণ যদি অত্যন্ত শুদ্ধ না হন, তা হলে তিনি অন্যের কাছ থেকে দান গ্রহণ করতে পারেন না। দান কেবল তাঁদেরই দেওয়া উচিত যাঁরা শুদ্ধ। ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হলেও কেউ যদি শূদ্রের মতো আচরণ করেন, তা হলে তিনি দান গ্রহণ করতে পারেন না। তা কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। ক্ষত্রিয়েরা যদিও প্রায় ব্রাহ্মণদেরই মতো যোগ্যতাসম্পন্ন, তবুও তাঁরা দান গ্রহণ করতে পারেন না। তা কঠোরভাবে নিষেধ করে এই শ্লোকে *অপ্রতিগ্রহ* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। সমাজের নিম্ন বর্ণের কি কথা, ক্ষত্রিয়েরা পর্যন্ত দান গ্রহণ করতে পারেন না। রাজা অথবা সরকার প্রজাদের উপর খাজনা, শুল্ক, দণ্ড ইত্যাদিরূপে নানাভাবে কর ধার্য করতে পারেন, যদি সেই রাজা তাঁর প্রজাদের জীবন এবং সম্পত্তির পূর্ণ সুরক্ষা প্রদান করতে পারেন। প্রজাদের রক্ষা করতে না পারলে রাজা কর সংগ্রহ করতে পারেন না। রাজা কোন অবস্থাতেই সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের উপর কর ধার্য করতে পারেন না।

শ্লোক ১৫

বৈশ্যস্তু বার্তাবৃত্তিঃ স্যান্ নিত্যং ব্রহ্মকুলানুগঃ ।
শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা বৃত্তিশ্চ স্বামিনো ভবেৎ ॥ ১৫ ॥

বৈশ্যঃ—বণিক সম্প্রদায়; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **বার্তা-বৃত্তিঃ**—কৃষি, গোরক্ষা এবং বাণিজ্যে নিযুক্ত; **স্যাৎ**—অবশ্য কর্তব্য; **নিত্যম্**—সর্বদা; **ব্রহ্ম-কুল-অনুগঃ**—ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুসরণ করে; **শূদ্রস্য**—শূদ্র বা শ্রমিক সম্প্রদায়ের; **দ্বিজ-শুশ্রূষা**—উচ্চতর বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, এবং বৈশ্যদের) সেবা করা; **বৃত্তিঃ**—জীবিকা নির্বাহের উপায়; **চ**—এবং; **স্বামিনঃ**—প্রভুর; **ভবেৎ**—তার হওয়া উচিত।

অনুবাদ

বৈশ্যদের কর্তব্য সর্বদা ব্রাহ্মণদের আদেশ পালন করা এবং কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা অর্জন করা। শূদ্রদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে উচ্চ বর্ণের সেবা করার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা।

শ্লোক ১৬

বার্তা বিচিত্রা শালীনযাযাবরশিলোঞ্ছনম্ ।
বিপ্রবৃত্তিশ্চতুর্ধেয়ং শ্রেয়সী চোত্তরোত্তরা ॥ ১৬ ॥

বার্তা—বৈশ্যের জীবিকা (কৃষি, গোরক্ষা এবং বাণিজ্য); **বিচিত্রা**—বিভিন্ন প্রকার; **শালীন**—বিনা প্রয়াসে প্রাপ্ত জীবিকা; **যাযাবর**—কৃষিক্ষেত্রে গিয়ে কিছু ধান ভিক্ষা করা; **শিল**—ক্ষেত্রস্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত শস্য সংগ্রহ করা; **উঞ্ছনম্**—দোকানে পতিত শস্যকণা সংগ্রহ; **বিপ্র-বৃত্তিঃ**—ব্রাহ্মণের জীবিকা; **চতুর্ধা**—চার প্রকার; **ইয়ম্**—এই; **শ্রেয়সী**—শ্রেষ্ঠ; **চ**—ও; **উত্তর-উত্তরা**—পূর্ববর্তীর তুলনায় পরবর্তী।

অনুবাদ

প্রয়োজন হলে ব্রাহ্মণও বৈশ্যের বৃত্তি—কৃষি, গোরক্ষা এবং বাণিজ্য গ্রহণ করতে পারেন। অযাচিতভাবে যা পাওয়া যায় তার উপর তিনি নির্ভর করতে পারেন। তিনি প্রতিদিন ক্ষেত্রে ধান ভিক্ষা করতে পারেন, ক্ষেত্রস্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত ধান সংগ্রহ করতে পারেন, অথবা দোকানে পরিত্যক্ত শস্যকণা সংগ্রহ করতে পারেন। এই চারটি বৃত্তিও ব্রাহ্মণ অবলম্বন করতে পারেন। এই চারটি বৃত্তির মধ্যে পূর্ববর্তী অপেক্ষা পরবর্তী বৃত্তি শ্রেষ্ঠ।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণকে কখনও কখনও জমি এবং গাভী দান করা হয়, এবং তার ফলে তাঁকে কখনও কখনও বৈশ্যের মতো কৃষি, গোরক্ষা এবং উঞ্ছবৃত্ত বিনিময় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে হতে পারে। কিন্তু তার থেকেও শ্রেষ্ঠ পন্থা ভিক্ষা না করে, শস্যক্ষেত্রে বা দোকানে পতিত শস্যকণা সংগ্রহ করা।

শ্লোক ১৭

জঘন্যো নোত্তমাং বৃত্তিমনাপদি ভজেন্নরঃ ।
ঋতে রাজন্যমাপৎসু সর্বেষামপি সর্বশঃ ॥ ১৭ ॥

জঘন্যঃ—নিচ ব্যক্তি; **ন**—না; **উত্তমাম্**—উত্তম; **বৃত্তিম্**—জীবিকা; **অনাপদি**—সামাজিক উৎপাত না হলে; **ভজেৎ**—গ্রহণ করতে পারে; **নরঃ**—মানুষ; **ঋতে**—ব্যতীত; **রাজন্যম্**—ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি; **আপৎসু**—আপৎকালে; **সর্বেষাম্**—জীবনের সর্বস্তরের প্রত্যেক ব্যক্তির; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **সর্বশঃ**—সমস্ত বৃত্তির।

অনুবাদ

বিপদ উপস্থিত না হলে, নিম্নস্তরের মানুষ শ্রেষ্ঠ বৃত্তি অবলম্বন করবে না। আপৎকালে ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য সকলেই অন্যের বৃত্তি অবলম্বন করতে পারে।

তাৎপর্য

নিম্নস্তরের মানুষদের, বিশেষ করে বৈশ্য এবং শূদ্রদের ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বন করা উচিত নয়। যেমন, ব্রাহ্মণের বৃত্তি হচ্ছে বৈদিক জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া, কিন্তু বিপদ উপস্থিত না হলে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্রদের সেই বৃত্তি অবলম্বন করা উচিত নয়। এমন কি ক্ষত্রিয়ও বিপদকাল ব্যতীত, ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বন করতে পারে না, এবং তিনি যদি তা করেনও, তার পক্ষে অন্য কারও কাছ থেকে দান গ্রহণ করা উচিত নয়। কখনও কখনও ব্রাহ্মণেরা আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, আমরা ইউরোপীয়ান বা ম্লেচ্ছ এবং যবনদের ব্রাহ্মণে পরিণত করছি। এই আন্দোলন কিন্তু এখানে *শ্রীমদ্ভাগবতে* সমর্থিত হয়েছে। বর্তমান সময়ে সমাজ সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে, এবং সকলেই পারমার্থিক জীবনের অনুশীলন বর্জন করেছে, যা বিশেষ করে ব্রাহ্মণের বৃত্তি। যেহেতু সারা পৃথিবী জুড়ে আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি লোপ পেয়েছে, তাই এটি একটি সঙ্কটময় পরিস্থিতি, এবং তাই এখন নিম্নস্তরের ব্যক্তিদের শিক্ষাদান করার মাধ্যমে ব্রাহ্মণের স্তরে উন্নীত করার প্রয়োজন হয়েছে, যাতে তারা পারমার্থিক প্রগতির কার্য চালিয়ে যেতে পারে। মানব-সমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতি স্তব্ধ হয়েছে, এবং এটি একটি বিপজ্জনক পরিস্থিতি। এখানে নারদ মুনি কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনকে পূর্ণরূপে সমর্থন করেছেন।

শ্লোক ১৮-২০

ঋতামৃতাভ্যাং জীবেত মৃতেন প্রমৃতেন বা ।
সত্যানৃতাভ্যামপি বা ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন ॥ ১৮ ॥
ঋতমুঞ্ছশিলং প্রোক্তমমৃতং যদযাচিতম্ ।
মৃতং তু নিত্যযাচ্ঞা স্যাৎ প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতম্ ॥ ১৯ ॥
সত্যানৃতং চ বাণিজ্যং শ্ববৃত্তির্নীচসেবনম্ ।
বর্জয়েৎ তাং সদা বিপ্রো রাজন্যশ্চ জুগুপ্সিতাম্ ।
সর্ববেদময়ো বিপ্রঃ সর্বদেবময়ো নৃপঃ ॥ ২০ ॥

ঋত-অমৃতাভ্যাম্—*ঋত* এবং *অমৃত* নামক বৃত্তির; **জীবেত**—জীবন ধারণ করতে পারে; **মৃতেন**—*মৃত* বৃত্তির দ্বারা; **প্রমৃতেন বা**—অথবা *প্রমৃত* নামক বৃত্তির দ্বারা; **সত্যানৃতাভ্যাম্ অপি**—এমন কি *সত্যানৃত* নামক বৃত্তির দ্বারা; **বা**—অথবা; **ন**—কখনই না; **শ্ব-বৃত্ত্যা**—কুকুরের বৃত্তির দ্বারা; **কদাচন**—কখনও; **ঋতম্**—ঋত; **উঞ্ছশিলম্**—শস্যক্ষেত্রে অথবা বাজারে পতিত শস্যকণা সংগ্রহের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ; **প্রোক্তম্**—বলা হয়; **অমৃতম্**—অমৃত বৃত্তি; **যৎ**—যা; **অযাচিতম্**—কারও কাছ থেকে ভিক্ষা না করে লব্ধ; **মৃতম্**—মৃত বৃত্তি; **তু**—কিন্তু; **নিত্যযাচ্ঞা**—কৃষকের কাছ থেকে প্রতিদিন শস্য ভিক্ষা করে; **স্যাৎ**—হওয়া উচিত; **প্রমৃতম্**—প্রমৃত বৃত্তি; **কর্ষণম্**—কৃষিকার্য; **স্মৃতম্**—এইভাবে স্মরণ করা হয়; **সত্যানৃতম্**—*সত্যানৃত* বৃত্তি; **চ**—এবং; **বাণিজ্যম্**—বাণিজ্য; **শ্ব-বৃত্তিঃ**—কুকুরের বৃত্তি; **নীচ-সেবনম্**—নিচ ব্যক্তির (বৈশ্য এবং শূদ্রের) সেবা; **বর্জয়েৎ**—বর্জন করা উচিত; **তাম্**—তা (কুকুরের বৃত্তি); **সদা**—সর্বদা; **বিপ্রঃ**—ব্রাহ্মণ; **রাজন্যঃ চ**—এবং ক্ষত্রিয়; **জুগুপ্সিতাম্**—অত্যন্ত জঘন্য; **সর্ব-বেদ-ময়ঃ**—সমস্ত বৈদিক জ্ঞানে পারঙ্গত; **বিপ্রঃ**—ব্রাহ্মণ; **সর্ব-দেব-ময়ঃ**—সাক্ষাৎ সমস্ত দেবতা; **নৃপঃ**—ক্ষত্রিয় অথবা রাজা।

অনুবাদ

আপৎকালে ঋত, অমৃত, মৃত, প্রমৃত এবং সত্যানৃত নামক বিভিন্ন বৃত্তির মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ করা যেতে পারে, কিন্তু কখনও শ্ব-বৃত্তি অবলম্বন করা উচিত নয়। উঞ্ছশীল বৃত্তি, অর্থাৎ শস্যক্ষেত্র থেকে পতিত শস্য সংগ্রহ করাকে বলা হয় ঋত। অযাচিত বৃত্তিকে বলা হয় অমৃত, শস্য ভিক্ষা করাকে বলা হয় মৃত, কৃষিকার্যকে বলা হয় প্রমৃত, এবং বাণিজ্যকে বলা হয় সত্যানৃত। নিচ ব্যক্তির

সেবাকে বলা হয় শ্ব-বৃত্তি বা কুকুরের বৃত্তি। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের কখনও এই নিন্দিত এবং ঘৃণ্য কর্মে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। কারণ ব্রাহ্মণ সর্ব-বেদময় এবং ক্ষত্রিয় সর্ব-দেবময়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/১৩) উল্লেখ করা হয়েছে, *চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ*—মানব-সমাজের চারটি বর্ণ প্রকৃতির গুণ এবং নির্ধারিত কর্ম অনুসারে ভগবানের দ্বারা সৃষ্ট। পূর্বে সমাজের চারটি বর্ণবিভাগ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—কঠোর নিষ্ঠা সহকারে পালন করা হত, কিন্তু বর্ণাশ্রম প্রথার অবহেলা করার ফলে ক্রমশ বর্ণসঙ্কর হয়েছে, এবং তার ফলে আজ বর্ণাশ্রম প্রথাটি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে গেছে। কলিযুগে প্রায় সকলেই শূদ্র (*কলৌ শূদ্রসম্ভবাঃ*), এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। যদিও কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের আন্দোলন, তবুও তা দৈব-বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা পুনঃ স্থাপন করার চেষ্টা করছে, কারণ এই ব্যবস্থা ব্যতীত কোথাও শান্তি এবং সমৃদ্ধি স্থাপন করা অসম্ভব।

শ্লোক ২১

শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জবম্ ।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যং চ ব্রহ্মলক্ষণম্ ॥ ২১ ॥

শমঃ—মনঃসংযম; **দমঃ**—ইন্দ্রিয়-সংযম; **তপঃ**—তপস্যা; **শৌচম্**—শৌচ; **সন্তোষঃ**—সন্তোষ; **ক্ষান্তিঃ**—ক্ষমা (ক্রোধের দ্বারা উত্তেজিত না হওয়া); **আর্জবম্**—সরলতা; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **দয়া**—দয়া; **অচ্যুত-আত্মত্বম্**—নিজেকে ভগবানের নিত্য দাস বলে মনে করা; **সত্যম্**—সত্য; **চ**—ও; **ব্রহ্ম-লক্ষণম্**—ব্রাহ্মণের লক্ষণ।

অনুবাদ

শম, দম, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, সত্যভাষণ এবং ভগবানের কাছে সর্বতোভাবে নিজেকে সমর্পণ—এইগুলি ব্রাহ্মণের লক্ষণ।

তাৎপর্য

বর্ণাশ্রম-ধর্মে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর সমস্ত লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে। এই বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার চরম লক্ষ্য *অচ্যুতাত্মত্বম্*—

সর্বদা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুর বিষয়ে চিন্তা করা। কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি লাভের জন্য উপরোক্ত গুণ সমন্বিত ব্রাহ্মণ হতে হয়।

শ্লোক ২২

শৌর্যং বীর্যং ধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা ।
ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যং চ ক্ষত্রলক্ষণম্ ॥ ২২ ॥

শৌর্যম্—যুদ্ধে পরাক্রম; **বীর্যম্**—অন্যের দ্বারা পরাভূত না হওয়া; **ধৃতিঃ**—ধৈর্য (ক্ষত্রিয় বিপদেও অবিচলিত থাকেন); **তেজঃ**—অন্যদের পরাভূত করার ক্ষমতা; **ত্যাগঃ**—দান; **চ**—এবং; **আত্মজয়ঃ**—শারীরিক আবশ্যকতাগুলির দ্বারা অভিভূত না হওয়া; **ক্ষমা**—ক্ষমা; **ব্রহ্মণ্যতা**—ব্রহ্মণ্য নীতিপরায়ণতা; **প্রসাদঃ**—জীবনের যে কোন অবস্থায় উৎফুল্ল থাকা; **চ**—এবং; **সত্যম্ চ**—এবং সত্যবাদিতা; **ক্ষত্র-লক্ষণম্**—এইগুলি ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ।

অনুবাদ

যুদ্ধে পরাক্রম, অন্যের দ্বারা পরাভূত না হওয়া, ধৈর্য, তেজ, দান, দৈহিক আবশ্যকতার দ্বারা বিচলিত না হওয়া, ক্ষমাশীলতা, ব্রাহ্মণ-পরায়ণতা, প্রসন্নতা এবং সত্যভাষণ—এইগুলি ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ।

শ্লোক ২৩

দেবগুর্বচ্যুতে ভক্তিস্ত্রিবর্গপরিপোষণম্ ।
আস্তিক্যমুদ্যমো নিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্যলক্ষণম্ ॥ ২৩ ॥

দেব-গুরু-অচ্যুতে—দেবতা, গুরুদেব এবং ভগবান বিষ্ণুর প্রতি; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **ত্রি-বর্গ**—পবিত্র জীবনের তিনটি বর্গ (ধর্ম, অর্থ এবং কাম); **পরিপোষণম্**—অনুষ্ঠান; **আস্তিক্যম্**—শাস্ত্র, গুরু এবং ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা; **উদ্যমঃ**—উৎসাহী; **নিত্যম্**—নিরন্তর; **নৈপুণ্যম্**—দক্ষতা; **বৈশ্য-লক্ষণম্**—বৈশ্যের লক্ষণ।

অনুবাদ

দেবতা, গুরু এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রতি ভক্তি, ধর্ম-অর্থ-কাম—এই ত্রি-বর্গের অনুষ্ঠান, শ্রীগুরুদেব এবং শাস্ত্রের বাণীতে শ্রদ্ধা, এবং সর্বদা অর্থ উপার্জনের জন্য উদ্যম এবং নিপুণতা—এইগুলি বৈশ্যের লক্ষণ।

শ্লোক ২৪

শূদ্রস্য সন্নতিঃ শৌচং সেবা স্বামিন্যমায়য়া ।
অমন্ত্রযজ্ঞো হ্যস্তেয়ং সত্যং গোবিপ্ররক্ষণম্ ॥ ২৪ ॥

শূদ্রস্য—শূদ্রের (সমাজের চতুর্থ বর্ণ—শ্রমিক); **সন্নতিঃ**—উচ্চ বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য) আনুগত্য; **শৌচম্**—শৌচ; **সেবা**—সেবা; **স্বামিনি**—তার প্রভুর প্রতি; **অমায়য়া**—নিষ্কপটভাবে; **অমন্ত্র-যজ্ঞঃ**—(বিনা মন্ত্রে) কেবল প্রণতি নিবেদন করার দ্বারা যজ্ঞ অনুষ্ঠান; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অস্তেয়ম্**—চুরি না করা; **সত্যম্**—সত্যভাষণ; **গো**—গাভী; **বিপ্র**—ব্রাহ্মণদের; **রক্ষণম্**—রক্ষা।

অনুবাদ

সমাজের উচ্চ বর্ণের মানুষদের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের) প্রণতি নিবেদন করা, শৌচ, নিষ্কপটতা, প্রভুর সেবা, মন্ত্রবিহীন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা, চুরি না করা, সর্বদা সত্যভাষণ এবং গাভী ও ব্রাহ্মণদের রক্ষা—এইগুলি শূদ্রের লক্ষণ।

তাৎপর্য

আমরা দেখতে পাই যে, শ্রমিক অথবা চাকরদের সাধারণত চুরি করার প্রবণতা থাকে। উত্তম ভৃত্য হচ্ছে সে, যে চুরি করে না। এখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, উত্তম শূদ্র সর্বদা অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, কখনও চুরি করে না অথবা মিথ্যা কথা বলে না, এবং সর্বদা তার প্রভুর সেবা করে। শূদ্র তার প্রভুর সঙ্গে বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারে, কিন্তু মন্ত্র উচ্চারণ করা তার উচিত নয়, কারণ মন্ত্র কেবল উচ্চ বর্ণের সদস্যরাই উচ্চারণ করতে পারেন। সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ না হলে এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যের স্তর প্রাপ্ত না হলে অর্থাৎ দ্বিজত্ব প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত—মন্ত্র উচ্চারণ ফলপ্রসূ হয় না।

শ্লোক ২৫

স্ত্রীণাং চ পতিদেবানাং তচ্ছুশ্রূষানুকূলতা ।
তদ্বন্ধ্বনুবৃত্তিশ্চ নিত্যং তদ্ব্রতধারণম্ ॥ ২৫ ॥

স্ত্রীণাম্—স্ত্রীদের; **চ**—ও; **পতি-দেবানাম্**—যাঁরা তাঁদের পতিদের পূজনীয় বলে মনে করেন; **তৎ-শুশ্রূষা**—তাঁদের পতিদের সেবা করতে তৎপর; **অনুকূলতা**—তাঁদের পতির প্রতি অনুকূল ভাব; **তৎ-বন্ধুষু**—পতির বন্ধু এবং আত্মীয়-স্বজনদের

প্রতি; **অনুবৃত্তিঃ**—সেই প্রকার অনুকূলতা (পতির সন্তোষের জন্য তাঁদের প্রতিও সদ্ব্যবহার করা); **চ**—এবং; **নিত্যম্**—নিয়মিতভাবে; **তৎব্রত-ধারণম্**—পতির ব্রত স্বীকার করা অথবা ঠিক পতির মতো আচরণ করা।

অনুবাদ

পতির সেবা করা, সর্বদা পতির প্রতি অনুকূল থাকা, পতির আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের প্রতিও সমানভাবে অনুকূল থাকা এবং পতির ব্রত পালন করা—এই চারটি পতিব্রতা স্ত্রীর লক্ষণ।

তাৎপর্য

শান্তিপূর্ণ গৃহস্থ-জীবনের জন্য স্ত্রীর পক্ষে পতির ব্রত পালন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পতির ব্রতের সঙ্গে যদি স্ত্রীর মতভেদ হয়, তা হলে পারিবারিক জীবনে অশান্তির সৃষ্টি হবে। এই প্রসঙ্গে চাণক্য পণ্ডিত একটি অত্যন্ত মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন, *দাম্পত্যোঃ কলহো নাস্তি তত্র শ্রীঃ স্বয়মাগতাঃ*—যখন পতি এবং পত্নীর মধ্যে কলহ না হয়, তখন লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং সেই গৃহে আগমন করেন। এই শ্লোক অনুসারে স্ত্রীদের শিক্ষা হওয়া উচিত। পতিব্রতা স্ত্রীর ধর্ম হচ্ছে সর্বদা তাঁর পতির প্রতি অনুকূল থাকা। *ভগবদ্গীতায়* (১/৪০) বলা হয়েছে, *স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ*—স্ত্রী যদি দুষ্ট হয়ে যায়, তা হলে বর্ণসঙ্কর সন্তান হবে। আধুনিক ভাষায়, বর্ণসঙ্কর হচ্ছে হিপিরা, যারা বিধি-বিধান মানে না। আর একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে, যখন সমাজে বর্ণসঙ্কর হয়, তখন বোঝা যায় না কে কোন্ স্তরে রয়েছে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম সমাজকে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে চারটি বর্ণ এবং চারটি আশ্রমে বিভক্ত করে। কিন্তু, বর্ণসঙ্কর সমাজে এই ধরনের কোন বিভাগ নেই এবং কেউই বুঝতে পারে না কার পরিচয় কি। এই প্রকার সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের পার্থক্য নিরূপণ করা যায় না। জড় জগতে সুখ এবং শান্তির জন্য বর্ণাশ্রম প্রথা প্রবর্তন করা অবশ্য কর্তব্য। মানুষের কার্যকলাপের লক্ষণ সুস্পষ্ট হওয়া উচিত এবং সেই অনুসারে তাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত। তা হলে তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি স্বভাবিকভাবে সম্ভব হবে।

শ্লোক ২৬-২৭

সম্মার্জনোপলেপাভ্যাং গৃহমণ্ডনবর্তনৈঃ ।
স্বয়ং চ মণ্ডিতা নিত্যং পরিমৃষ্টপরিচ্ছদা ॥ ২৬ ॥

কামৈরুচ্চাবচৈঃ সাধ্বী প্রশ্রয়েণ দমেন চ ।
বাক্যৈঃ সত্যৈঃ প্রিয়ৈঃ প্রেম্ণা কালে কালে ভজেৎ পতিম্ ॥ ২৭ ॥

সম্মার্জন—পরিষ্কার করার দ্বারা; **উপলেপাভ্যাম্**—জল, গোময়, ইত্যাদির দ্বারা লেপন; **গৃহ**—গৃহ; **মণ্ডন**—সাজিয়ে; **বর্তনৈঃ**—গৃহে থেকে এই সমস্ত কার্যে যুক্ত থাকা; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **চ**—ও; **মণ্ডিতা**—সুন্দর বস্ত্রে বিভূষিতা; **নিত্যম্**—সর্বদা; **পরিমৃষ্ট**—পরিষ্কার; **পরিচ্ছদা**—বসন এবং গৃহস্থালির উপকরণ; **কামৈঃ**—পতির ইচ্ছা অনুসারে; **উচ্চ-অবচৈঃ**—ছোট এবং বড় উভয়েই; **সাধ্বী**—পতিব্রতা স্ত্রী; **প্রশ্রয়েণ**—বিনয়পূর্বক; **দমেন**—ইন্দ্রিয়-সংযমের দ্বারা; **চ**—ও; **বাক্যৈঃ**—বাণীর দ্বারা; **সত্যৈঃ**—সত্য; **প্রিয়ৈঃ**—অত্যন্ত প্রীতিজনক; **প্রেম্ণা**—প্রেমপূর্বক; **কালে কালে**—যথোচিত সময়ে; **ভজেৎ**—পূজা করবে; **পতিম্**—তাঁর পতির।

অনুবাদ

সাধ্বী স্ত্রীর কর্তব্য পতির প্রসন্নতার জন্য সুন্দর বসন এবং স্বর্ণ অলঙ্কারে সজ্জিতা হওয়া, এবং সর্বদা পরিষ্কার ও আকর্ষণীয় বস্ত্র পরিধান করে, সম্মার্জন এবং অনুলেপনের দ্বারা গৃহকে সর্বদা পরিষ্কার ও পবিত্র রাখা। তাঁর কর্তব্য গৃহস্থালির সমস্ত উপকরণগুলি সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা, এবং ধূপ ও ফুলের দ্বারা গৃহকে সর্বদা সুরভিত রাখা, এবং সর্বদা পতির বাসনা পূর্ণ করার জন্য প্রস্তুত থাকা। বিনীত এবং সত্যনিষ্ঠ হয়ে, ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে এবং মধুর বাক্যে কাল ও পরিস্থিতি অনুসারে পতিব্রতা স্ত্রীর কর্তব্য প্রেম দ্বারা তাঁর পতির সেবা করা।

শ্লোক ২৮

সন্তুষ্টালোলুপা দক্ষা ধর্মজ্ঞা প্রিয়সত্যবাক্ ।
অপ্রমত্তা শুচিঃ স্নিগ্ধা পতিং ত্বপতিতং ভজেৎ ॥ ২৮ ॥

সন্তুষ্টা—সর্বদা তুষ্ট; **অলোলুপা**—নির্লোভ; **দক্ষা**—সেবাকার্যে অত্যন্ত নিপুণ; **ধর্ম-জ্ঞা**—ধর্ম সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত; **প্রিয়**—প্রিয়; **সত্য**—সত্য; **বাক্**—বাদিনী; **অপ্রমত্তা**—পতির সেবায় অত্যন্ত যত্নবান; **শুচিঃ**—সর্বদা পবিত্র এবং নির্মল; **স্নিগ্ধা**—স্নেহশীলা; **পতিম্**—পতিকে; **তু**—কিন্তু; **অপতিতম্**—যিনি পতিত নন; **ভজেৎ**—ভজনা করবে।

অনুবাদ

পতিব্রতা স্ত্রীর কর্তব্য লোভী না হওয়া এবং সমস্ত পরিস্থিতিতেই সন্তুষ্ট থাকা। গৃহকার্যে তিনি অত্যন্ত নিপুণা এবং ধর্ম সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগতা। তিনি প্রিয়ভাষিণী এবং সত্যবাক্, পবিত্র ও নির্মল। এইভাবে সাধ্বী স্ত্রী সর্বদা সতর্ক এবং স্নেহযুক্তা হয়ে সেই পতির সেবা করবেন, যিনি পতিত নন।

তাৎপর্য

ধর্মতত্ত্ববিদ যাজ্ঞবল্ক্যের নির্দেশ অনুসারে—*অশুদ্ধেঃ সম্প্রতিক্ষ্যো হি মহাপাতকদূষিতঃ।* যে মানুষ দশবিধা সংস্কার অনুসারে শুদ্ধ হয়নি, তাকে মহা-পাতকির দ্বারা কলুষিত বলে মনে করা হয়। কিন্তু *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন, *ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ*—"যে সমস্ত দুষ্কৃতকারীরা আমার শরণাগত হয় না, তারা নরাধম।" *নরাধম* মানে 'অভক্ত'। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও বলেছেন—*যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত—হীন, ছার।* যিনি ভগবানের ভক্ত, তিনি নিষ্পাপ। কিন্তু যে ভগবানের ভক্ত নয়, সে অত্যন্ত পাপী এবং পতিত। তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সাধ্বী স্ত্রীর পতিত পতির সঙ্গ করা উচিত নয়। পতিত পতি হচ্ছে সে যে, চারটি পাপকর্মে আসক্ত—যথা, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ আহার, দ্যূতক্রীড়া এবং মাদক দ্রব্য সেবন। বিশেষ করে কেউ যদি ভগবানের শরণাগত না হয়, তা হলে তাঁকে কলুষিত বলে মনে করা হয়। তাই পতিব্রতা স্ত্রীকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, সেই প্রকার পতির সেবা না করতে। এমন নয় যে সাধ্বী স্ত্রীকে নরাধম পতির দাসী হতে হবে। যদিও স্ত্রীর কর্তব্য পুরুষ থেকে পৃথক, তবুও পতিব্রতা স্ত্রীর পতিত পতির সেবা করা উচিত নয়। যদি পতি পতিত হয়, তা হলে স্ত্রীকে তার সঙ্গ পরিত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পতির সঙ্গ পরিত্যাগ করার অর্থ কিন্তু এই নয় যে, পত্নী পুনরায় বিবাহ করে বেশ্যাবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হবে। সাধ্বী স্ত্রীর যদি দুর্ভাগ্যবশত পতিত পতির সঙ্গে বিবাহ হয়, তা হলে তাঁর কর্তব্য তার থেকে আলাদা হয়ে থাকা। তেমনই, পত্নী যদি শাস্ত্রের বর্ণনানুসারে সাধ্বী না হয়, তা হলে পতিও তার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে। সিদ্ধান্ত এই যে, পতির কর্তব্য শুদ্ধ বৈষ্ণব হওয়া এবং স্ত্রীর কর্তব্য শাস্ত্রের বর্ণনানুসারে সমস্ত লক্ষণযুক্ত হয়ে সাধ্বী স্ত্রী হওয়া। তা হলে উভয়েই সুখী হয়ে কৃষ্ণভাবনামৃতে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করতে পারবেন।

শ্লোক ২৯

যা পতিং হরিভাবেন ভজেৎ শ্রীরিব তৎপরা ।
হর্যাত্মনা হরের্লোকে পত্যা শ্রীরিব মোদতে ॥ ২৯ ॥

যা—যে নারী; **পতিম্**—তাঁর পতিকে; **হরি-ভাবেন**—তাঁর পতিকে ভগবান শ্রীহরির মতো মনে করে; **ভজেৎ**—ভজনা করে অথবা সেবা করে; **শ্রীঃ ইব**—লক্ষ্মীদেবীর মতো; **তৎপরা**—অনুরক্ত হয়ে; **হরি-আত্মনা**—ভগবান শ্রীহরির চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হয়ে; **হরের্লোকে**—বৈকুণ্ঠলোকে; **পত্যা**—তাঁর পতি সহ; **শ্রীঃ ইব**—লক্ষ্মীদেবীর মতো; **মোদতে**—নিত্য চিন্ময় জীবন উপভোগ করেন।

অনুবাদ

যে নারী লক্ষ্মীদেবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিষ্ঠা সহকারে তাঁর পতির সেবা করেন, তিনি নিশ্চিতভাবে তাঁর পতি সহ বৈকুণ্ঠলোকে ফিরে গিয়ে মহাসুখে সেখানে বাস করেন।

তাৎপর্য

লক্ষ্মীদেবীর পাতিব্রত্য হচ্ছে সাধ্বী স্ত্রীর আদর্শ। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/২৯) বলা হয়েছে, *লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানম্*—বৈকুণ্ঠলোকে ভগবান শ্রীবিষ্ণু শত-সহস্র লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা সেবিত হন, এবং গোলোক বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ শত-সহস্র গোপীদের দ্বারা নিরন্তর সেবিত হন, যাঁরা হচ্ছেন লক্ষ্মীদেবী। নারীর কর্তব্য লক্ষ্মীদেবীর মতো নিষ্ঠা সহকারে পতির সেবা করা। পুরুষের কর্তব্য ভগবানের আদর্শ সেবক হওয়া, এবং নারীর কর্তব্য লক্ষ্মীদেবীর মতো আদর্শ পত্নী হওয়া। তা হলে পতি এবং পত্নী উভয়েই পরস্পরের প্রতি এত নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত হবেন যে, তাঁরা একত্রে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য মন্তব্য করেছেন—

হরিরস্মিন্ স্থিত ইতি স্ত্রীণাং ভর্তরি ভাবনা ।
শিষ্যাণাং চ গুরৌ নিত্যং শূদ্রাণাং ব্রাহ্মণাদিষু ।
ভৃত্যানাং স্বামিনি তথা হরিভাবে উদীরিতঃ ॥

পত্নীর কর্তব্য তাঁর পতিকে ভগবানের মতো বলে মনে করা। তেমনই শিষ্যের কর্তব্য তাঁর গুরুদেবকে ভগবানের মতো বলে মনে করা। শূদ্রের কর্তব্য ব্রাহ্মণকে

ভগবানের মতো বলে মনে করা, এবং ভৃত্যের কর্তব্য তার প্রভুকে ভগবানের মতো বলে মনে করা। এইভাবে, তাঁরা সকলে আপনা থেকেই ভগবানের ভক্ত হবেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, এইভাবে চিন্তা করার ফলে তাঁরা সকলেই কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হবেন।

শ্লোক ৩০

বৃত্তিঃ সঙ্করজাতীনাং তত্তৎকুলকৃতা ভবেৎ ।
অচৌরাণামপাপানামন্ত্যজান্তেবসায়িনাম্ ॥ ৩০ ॥

বৃত্তিঃ—বৃত্তি; **সঙ্কর-জাতীনাম্**—মিশ্রিত বর্ণের মানুষদের (যারা চতুর্বর্ণের অতিরিক্ত); **তত্তৎ**—তাদের; **কুল-কৃতা**—কুল-পরম্পরা; **ভবেৎ**—হওয়া উচিত; **অচৌরাণাম্**—চৌর্যবৃত্তি যাদের পেশা নয়; **অপাপানাম্**—যারা পাপী নয়; **অন্ত্যজ**—নিম্ন বর্ণের; **অন্তেবসায়িনাম্**—*অন্তেবসায়ী* বা চণ্ডাল নামক।

অনুবাদ

সঙ্কর বর্ণের মধ্যে যারা চোর নয়, তাদের বলা হয় অন্তেবসায়ী বা চণ্ডাল (শ্বপচঃ), এবং তাদেরও কুল-পরম্পরাগত বৃত্তি রয়েছে।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—সমাজের এই চারটি প্রধান বর্ণের সংজ্ঞা নিরূপিত হয়েছে, এবং এখন অন্ত্যজ বা সঙ্কর বর্ণের বর্ণনা করা হচ্ছে। সঙ্কর বর্ণের মধ্যে দুটি ভাগ রয়েছে—প্রতিলোমজ এবং অনুলোমজ। উচ্চ বর্ণের স্ত্রী যদি নিম্ন বর্ণের পুরুষকে বিবাহ করে, তা হলে তাদের মিলনকে বলা হয় প্রতিলোম। কিন্তু নিম্ন বর্ণের স্ত্রী যদি উচ্চ বর্ণের পুরুষকে বিবাহ করে, তা হলে তাদের মিলনকে বলা হয় অনুলোম। এই বংশোদ্ভূত পুরুষদের কুল-পরম্পরাগত বৃত্তি রয়েছে, যেমন, নাপিত, ধোপা ইত্যাদি। অন্ত্যজদের মধ্যে যারা কিছুটা পবিত্র, যেমন যারা চুরি করে না, এবং মাংস আহার, আসব পান, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ এবং দ্যূতক্রীড়ার প্রতি আসক্ত নয়, তাদের বলা হয় অন্তেবসায়ী। নিম্ন বর্ণের মানুষের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ এবং আসব পানের অনুমতি রয়েছে, কারণ তারা এই সমস্ত কার্যকে পাপাচরণ বলে মনে করে না ।

শ্লোক ৩১

প্রায়ঃ স্বভাববিহিতো নৃণাং ধর্মো যুগে যুগে ।
বেদদৃগ্‌ভিঃ স্মৃতো রাজন্ প্রেত্য চেহ চ শর্মকৃৎ ॥ ৩১ ॥

প্রায়ঃ—সাধারণত; **স্ব-ভাব-বিহিতঃ**—প্রকৃতির গুণ অনুসারে বিহিত; **নৃণাম্**—মানব-সমাজের; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **যুগে যুগে**—প্রতি যুগে; **বেদ-দৃগ্‌ভিঃ**—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **স্মৃতঃ**—স্বীকৃত; **রাজন্**—হে রাজন্; **প্রেত্য**—মৃত্যুর পর; **চ**—এবং; **ইহ**—এখানে (এই শরীরে); **শর্মকৃৎ**—মঙ্গলজনক।

অনুবাদ

হে রাজন্, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা যুগে যুগে, জড়া প্রকৃতির গুণ অনুসারে মানুষের আচরণকেই ইহলোকে এবং পরলোকে মঙ্গলজনক বলে নির্দেশ দিয়েছেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৩/৩৫) বলা হয়েছে, *শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ*—"স্বধর্ম আচরণ যদি ত্রুটিপূর্ণও হয়, তবুও তা পরধর্ম আচরণ থেকে শ্রেয়।" অন্ত্যজ বা নিম্ন বর্ণের মানুষেরা চৌর্যবৃত্তি, সুরাপান এবং অবৈধ স্ত্রীসঙ্গে অভ্যস্ত, কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে এগুলি পাপাচরণ বলে মনে করা হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, বাঘ যদি কোন মানুষকে মারে, তা হলে তা পাপাচরণ নয়, কিন্তু একজন মানুষ যদি অন্য আর একজন মানুষকে হত্যা করে, তা হলে সেটি পাপ এবং সেই জন্য হত্যাকারীকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। পশুদের যা দৈনন্দিন কর্ম, মানুষের ক্ষেত্রে তা পাপ। এইভাবে সমাজের উচ্চ এবং নিম্ন বর্ণের লক্ষণ অনুসারে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি নির্ধারিত হয়েছে। বৈদিক জ্ঞানের বিশেষজ্ঞরা যুগ অনুসারে সেই কর্তব্য নির্ধারণ করেন।

শ্লোক ৩২

বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া বর্তমানঃ স্বকর্মকৃৎ ।
হিত্বা স্বভাবজং কর্ম শনৈর্নির্গুণতামিয়াৎ ॥ ৩২ ॥

বৃত্ত্যা—বৃত্তির দ্বারা; **স্বভাব-কৃতয়া**—নিজের স্বভাব অনুসারে অনুষ্ঠিত; **বর্তমানঃ**—বিদ্যমান; **স্ব-কর্মকৃৎ**—স্বীয় কর্ম অনুষ্ঠান করে; **হিত্বা**—ত্যাগ করে; **স্বভাবজম্**—

স্বীয় স্বভাব থেকে উৎপন্ন; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে; **নির্গুণতাম্**—দিব্য স্থিতি; **ইয়াৎ**—প্রাপ্ত হতে পারে।

অনুবাদ

যদি কেউ তাঁর স্বভাবজাত বৃত্তি অনুসারে আচরণ করেন, তা হলে তিনি ধীরে ধীরে তাঁর স্বভাবজাত কর্ম পরিত্যাগ করে নিষ্কাম ভাব প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

যদি কেউ তাঁর কুল-পরম্পরাগত বৃত্তি ধীরে ধীরে ত্যাগ করে ভগবানের সেবা করার চেষ্টা করেন, তা হলে তিনি ক্রমশ সেই সমস্ত কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে নিষ্কাম ভাব প্রাপ্ত হবেন।

শ্লোক ৩৩-৩৪

উপ্যমানং মুহুঃ ক্ষেত্রং স্বয়ং নির্বীর্যতামিয়াৎ ।
ন কল্পতে পুনঃ সূত্যৈ উপ্তং বীজং চ নশ্যতি ॥ ৩৩ ॥
এবং কামাশয়ং চিত্তং কামানামতিসেবয়া ।
বিরজ্যেত যথা রাজন্নগ্নিবৎ কামবিন্দুভিঃ ॥ ৩৪ ॥

উপ্যমানম্—অনুশীলন করার ফলে; **মুহুঃ**—বার বার; **ক্ষেত্রম্**—ক্ষেত্র; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **নির্বীর্যতাম্**—নির্বীর্যত্ব; **ইয়াৎ**—প্রাপ্ত হতে পারে; **ন কল্পতে**—উপযুক্ত নয়; **পুনঃ**—পুনরায়; **সূত্যৈ**—শস্য উৎপাদনে; **উপ্তম্**—বপন; **বীজম্**—বীজ; **চ**—এবং; **নশ্যতি**—নষ্ট হয়; **এবম্**—এইভাবে; **কাম-আশয়ম্**—কাম-বাসনায় পূর্ণ; **চিত্তম্**—হৃদয়; **কামানাম্**—বাঞ্ছিত বস্তু; **অতি-সেবয়া**—বার বার উপভোগের দ্বারা; **বিরজ্যেত**—অনাসক্ত হতে পারে; **যথা**—যেমন; **রাজন্**—হে রাজন্; **অগ্নিবৎ**—অগ্নি; **কাম-বিন্দুভিঃ**—ঘৃতবিন্দুর দ্বারা।

অনুবাদ

হে রাজন্, কৃষিক্ষেত্রে বার বার বীজ বপন করা হলে ক্ষেত নির্বীর্য হয়ে পড়ে, এবং তখন বীজ বপন করা হলেও সেই বীজ নষ্ট হয়ে যায়। ঠিক যেমন বিন্দু বিন্দু ঘৃতের দ্বারা অগ্নি নির্বাপিত না হলেও প্রচুর ঘি নিক্ষেপের ফলে অগ্নি নির্বাপিত হয়, তেমনই কাম-বাসনায় অত্যন্ত লিপ্ত হওয়ার ফলে সেই সমস্ত বাসনা সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয়।

তাৎপর্য

কেউ যদি অগ্নিতে নিরন্তর বিন্দু বিন্দু ঘি নিক্ষেপ করে, তা হলে সেই অগ্নি কখনও নির্বাপিত হবে না, কিন্তু কেউ যদি হঠাৎ প্রচুর পরিমাণে ঘি অগ্নিতে নিক্ষেপ করে, তা হলে সেই আগুন সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত হতে পারে। তেমনই, যারা অত্যন্ত পাপী এবং তার ফলে নিম্নকুলে জন্মগ্রহণ করেছে, তাদের পূর্ণরূপে পাপকর্মে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা সেই সমস্ত আচরণের প্রতি বিরক্ত হয়ে পবিত্র হওয়ার সুযোগ পেতে পারে।

শ্লোক ৩৫

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্ ।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দিশেৎ ॥ ৩৫ ॥

যস্য—যাঁর; **যৎ**—যে; **লক্ষণম্**—লক্ষণ; **প্রোক্তম্**—(পূর্বে) বর্ণিত হয়েছে; **পুংসঃ**—মানুষের; **বর্ণ-অভিব্যঞ্জকম্**—বর্ণ প্রকাশক (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি); **যৎ**—যদি; **অন্যত্র**—অন্যত্র; **অপি**—ও; **দৃশ্যেত**—দেখা যায়; **তৎ**—তার; **তেন**—সেই লক্ষণের দ্বারা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **বিনির্দিশেৎ**—নির্দিষ্ট হওয়া উচিত।

অনুবাদ

যদি কেউ উপরোক্ত বর্ণনা অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের লক্ষণগুলি প্রদর্শন করেন, তা হলে তাঁকে ভিন্ন বর্ণের বলে মনে হলেও এই লক্ষণ অনুসারে তাঁর বর্ণ নির্দিষ্ট হবে।

তাৎপর্য

এখানে নারদ মুনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, জন্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র বর্ণ নির্ধারণ করা উচিত নয়। অথচ এখন সেটিই হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রে তা স্বীকৃত হয়নি। *ভগবদ্গীতায়* (৪/১৩) উল্লেখ করা হয়েছে, *চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ*—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, এই চারটি বর্ণ গুণ এবং কর্ম অনুসারে ভগবান সৃষ্টি করেছেন। কারও যদি ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হয় এবং তিনি যদি ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জন করেন, তা হলে তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করা হবে; তা না হলে তাঁকে ব্রহ্মবন্ধু বলে বিবেচনা করা হবে। তেমনই, শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের গুণ অর্জন করে, তা হলে শূদ্রকুলে জন্ম হলেও সে

শূদ্র নয়; যেহেতু সে ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জন করেছে, তাই তাকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করতে হবে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জন করার শিক্ষা দেওয়া। যে কুলেই মানুষের জন্ম হোক না কেন, তিনি যদি ব্রাহ্মণের গুণাবলী অর্জন করেন, তা হলে তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করতে হবে, এবং তারপর তাঁকে সন্ন্যাস আশ্রম প্রদান করা যেতে পারে। কেউ যদি গুণগতভাবে ব্রাহ্মণের লক্ষণ সমন্বিত না হয়, তা হলে সে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারে না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র, মানুষের এই বর্ণ নির্ধারণে জন্ম অনিবার্য লক্ষণ নয়। এটি জেনে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে নারদ মুনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, উপযুক্ত গুণাবলী থাকলেই কেবল জন্ম অনুসারে বর্ণ স্বীকৃত হতে পারে, অন্যথায় নয়। যিনি ব্রাহ্মণের গুণাবলী অর্জন করেছেন, যে কুলেই তাঁর জন্ম হোক না কেন, তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করতে হবে। তেমনই, কেউ যদি শূদ্র অথবা চণ্ডালের গুণ অর্জন করে থাকে, তা হলে যে কুলেই তার জন্ম হোক না কেন, তার লক্ষণ অনুসারে তার বর্ণ নির্ধারিত হবে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের 'আদর্শ সমাজ—চাতুর্বর্ণ্য' নামক একাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য ।